ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের মিছিলে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩ জানুয়ারী ২০১২ দুপুর ১২.০০টার দিকে ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান শ্রেণিতে ২০১১-১২ সেশনে বর্ধিত ভর্তি ফি বাতিলের দাবীতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্ররা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক ক্যাম্পাসে মিছিল করছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমর্থনে এবং পুলিশ সদস্যদের সামনেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিলের ওপর হামলা চালায়। এতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ১৫ জন ছাত্র আহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- আহত ছাত্র
- বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মী
- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ ১ ও ২ আহত ছাত্রের ছবি। ৩। ছাত্রদের মিছিল। ৪। মিছিল না করতে দেয়ার জন্য পুলিশের ভূমিকা।

শরিফুল ইসলাম চৌধুরী (আহত ছাত্র), সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা

শরিফুল ইসলাম চৌধুরী অধিকারকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর ২৭/৩ ধারাকে লঙ্ঘন করে ২০১১-১২ সেশনে সম্মান শ্রেণিতে উননয়ন ফি বাবদ ৫০০০ টাকা ভর্তি ফি বেশি আদায় করতে থাকে। এই অতিরিক্ত ভর্তি ফি বাতিলের দাবীতে প্রগতিশীল ছাত্র জোট কর্মসূচী পালন করছিল। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ৩ জানুয়ারী ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.০০টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্ররা শহীদ মিনারের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর পূর্ব পরিচিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার

সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোঃ নিজাম উদ্দিন তাঁর সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে মিছিলে বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের মিছিলের ওপর হামলা চালায়। এতে ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, ছাত্র ফেডারেশনের আহবায়ক তাহমিনা ইসলাম তানিয়া, আজাদ, ফারুক আহমেদ আবির, হাসান, সজীব, মিশু, মুরশেদ, তিথি, হাবিবা, আশা, কিশোর কুমার, রুদ্র, মনকেশ রায়সহ ১৫ জন কর্মী আহত হন।

একইদিন পর পর তিন বার ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদের মিছিলের ওপর হামলা করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁকে কিল, ঘুষি, লাথি মারতে মারতে মাঠের মধ্যে ফেলে দেয়। তাঁকে পা দিয়ে পিঠে, বুকে, কোমরে, মাথায় আঘাত করা হয়। তিনি বার বার উঠে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে আরো বেশি করে মারা হয়। এতে তাঁর বাম হাত ভেঙ্গে যায় এবং এক পর্যায় তিনি মারাত্বক আহত হলে তাঁর সহপাঠীরা দুপুর ১.৩০টায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি করান। আজাদ এবং মাসুদ রানাকেও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

তাহমিদা ইসলাম তানিয়া (আহত ছাত্রী), সভাপতি, ছাত্র ফেডারেশন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তাহমিদা ইসলাম তানিয়া অধিকারকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা কোন আইন না মেনে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে ৫০০০টাকা করে বেশি নিতে থাকে। তিনি তাঁরসংগঠনের কর্মীদের নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরকে বিষয়টি জানান এবং অতিরিক্ত টাকা না নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এরপরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অতিরিক্ত ভর্তি ফি নিতে থাকে। এর ফলে তাঁরা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলনের ডাক দেন। ৩ জানুয়ারী ২০১১ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে শহীদ মিনার থেকে মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা এসে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিলে থাকা কর্মীদের নাক, মুখ, মাথা, চোখে কিল ঘুষি মারে। পরে তাঁরা সরে গিয়ে আবারও মিছিল করতে থাকেন। তাঁরা শহীদ মিনারের কাছে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা আবারও তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এসময় মিছিলে থাকা ছাত্রদের মাটিতে ফেলে ছাত্রলীগের কর্মীরা পা দিয়ে মাড়ায়, কোমরে লাথি মারে এবং এক পর্যায়ে তাঁর গায়ের ওড়না টেনে ধরে। এতে তিনিসহ ১৫ জন ছাত্র আহত হন এবং ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি শরিফুল ইসলাম চৌধুরীর বাম হাত ভেঙ্গে যায় ও আহাদ ও মাসুদ রানা মারাত্বক আহত হন। পরে তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

৪ জানুয়ারী ২০১২ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সকাল ১১.০০টার দিকে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে তাঁরা একটি মিছিল করে ব্যাংক অবরোধ কর্মসূচীতে অংশ নেন। তাঁরা মনোবিজ্ঞান ভবনের

গেটটিতে তালা লাগিয়ে দেন। পরে প্রক্টর অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ নিজে এবং মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক অশোক কুমার, শিক্ষিকা জায়েদা এসে হাতুড়ী দিয়ে তালা ভেঙ্গে দেন।

ফারুক আহমেদ আবির (আহত ছাত্র), সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা

ফারুক আহমেদ আবির অধিকারকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান শ্রেণিতে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে কলা ও বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি ফি ছিল ৯৮৮৫ টাকা এবং বিজ্ঞান অনুষদে ছিল ১০,৩৪৮টাকা সেখানে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে যথাক্রমে ১৪,৪০০টাকা ও ১৬,৪০০টাকা। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন ফি বাবদ ৫০০০টাকা, নিবন্ধন ফি ১০০০টাকা, গ্রন্থাগার ফি ৫০০টাকা, সেমিস্টার ফি ২৫০০টাকা, সহায়ক তহবিল ফি ৬০০টাকা, পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র ফি ৫০০টাকা করে নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি খাতেই বেশি ফি নেয়া হচ্ছে। জন্য কেন্দ্র ফি ৫০০টাকা করে নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি খাতেই বেশি ফি নেয়া হচ্ছে। অনেক আন্দোলনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ২৭/৪ ধারা বাতিল করলেও তা কার্যকর হয়নি। তাই ৫০০০টাকা বাতিলের দাবীতে প্রগতিশীল ছাত্ররা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুসারে মিছিল করতে থাকেন। মিছিলটি মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের সামনে এলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের লেলিয়ে দেয়া ছাত্রলীগ কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। একই অবস্থায় মিছিলটি বিজ্ঞান অনুষদের সামনে গেলে সেখানেও ছাত্রলীগ কর্মীরা হামলা চালায়। মিছিলটি ঘুরে শহীদ মিনারের কাছে এলে আবারও ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়।

তাঁরা অগ্রণী ব্যাংকে ঢোকার পথের গেইটটি তালা মেরে ব্যাংক অবরোধ কর্মসূচী পালন করতে থাকেন। প্রক্টরসহ আরো কয়েকজন শিক্ষক এসে তাঁদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। তখন ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করে। তাঁকে লাথি মারতে মারতে মাটিতে ফেলে কয়েকজন মিলে তাঁর পিঠের ওপর পা দিয়ে মাড়ান। চুল ধরে মাটিতে আছাড় দেন। পাজরে কিল ঘুষি মেরে তাঁকে আহত করে। পরে কর্মীরা তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে আনেন। দফায় দফায় হামলায় তাঁদের ১৫ জন কর্মী আহত হন।

মিশু আক্তার (আহত ছাত্রী), ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মিশু আক্তার অধিকারকে জানান, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দুপুরের দিকে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্রসহ অন্যান্য সাধারণ ছাত্ররা ৫০০০ টাকা উন্নয়ন ফি কমানোর দাবীতে মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে আসলে পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মদদে সরকার দলীয় ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁকে সহ সবাইকে কিল ঘুষি লাথি মেরে আহত করে।

মোঃ নিজাম উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা

মোঃ নিজাম উদ্দিন অধিকারকে বলেন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দুপুর ১২.০০টার দিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে কর্মীরা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি শহীদ

মিনারের কাছে এলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রগতিশীল ছত্র জোটের ছাত্রদের উপর হামলা করেনি। তিনি আরো বলেন, প্রগতিশীল ছাত্র জোট এবং সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হয়েছিল এবং তাতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের কর্মীরা আহত হয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন।

সুজাউল হক, প্রত্যক্ষদর্শী

সুজাউল হক অধিকারকে জানান, ৩ জানুয়ারী ২০১২ দুপুর ১২.০০টার দিকে ৫০০০ টাকা উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবীতে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার, বিজ্ঞান অনুষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্যের সামনে এলে ছাত্রলীগের নিজামসহ আরো কিছু সংখ্যক কর্মী তাদের মিছিলের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদের পা দিয়ে মাড়ায়, কিল, ঘুষি, লাথি মারে। এতে মিশু, তানিয়া ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, ছাত্র ফেডারেশনের আহবায়ক তাহমিনা ইসলাম তানিয়া, আজাদ, ফারুক আহমেদ আবির, হাসান, সজীব, মুরশেদ, তিথি, হাবিবা, আশা, কিশোর কুমার, রুদ্র, মনকেশ রায়সহ ১৫ জন ছাত্র আহত হন। এরপর ব্যাংক অবরোধ কর্মসূচী করার জন্য তাঁরা মনোবিজ্ঞান ভবনের গেটে তালা বদ্ধ করায় তাঁদের মিছিলে হামলা চালানো হয়। পরে আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

মোঃ তৌফিদুল ইসলাম (বুলবুল), যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ তৌফিদুল ইসলাম (বুলবুল) অধিকারকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে উন্নয়ন ফি ৫০০০ টাকা ছাত্রদের কাছ থেকে নিচ্ছে তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করেই নিচ্ছে। এ বিষয় নিয়ে ভিসি তাঁদের সহ সব দলের নেতা কর্মীদের ডেকেছিলেন। ছাত্রলীগের বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান থাকায় তাঁরা ৮ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে মিটিং করে আলোচনা করার প্রস্তাব রাখেন। তখন প্রগতিশীল ছাত্র জোট মেনে নিলেও পরে তারা সেই ফি কমানোর দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। তিনি আরো বলেন, ছাত্রলীগ তাদের সুযোগ দিয়েছে বলেই তারা এ আন্দোলন করতে পারছে।

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন, উপাচার্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন অধিকারকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর অনুযায়ী ২৭/৩ ধারা মোতাবেক উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে ৮৪% এবং বাকী ১৬% অর্থ নিজস্ব তহবিল থেকে দিতে হয়। তাই ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে উন্নয়ন ফি বাবদ ৫০০০টাকা করে নেয়া হচ্ছে। যা একজন ছাত্রকে একবারই পরিশোধ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, এতে ভর্তি হওয়া কোন ছাত্রের

সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্র অযৌক্তিক ভাবে তা বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে। তিনি সব রাজনৈতিক দলের ছাত্রদের ডেকে মিটিং করে বলেছেন, প্রয়োজনে ছাত্রদের টাকা ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু ছাত্র ভর্তি হয়েছে। এ অবস্থায় ৫০০০টাকা বাতিল করা যাবে না। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্ররা তা মানছে না। তারা অগ্রনী ব্যাংকের শাখা তালা মেরে বন্ধ করেছিল, যা প্রক্টর সাহেব খুলে দেন। তালা খুলে দেয়ার কারণে আন্দোলনকারী ছাত্ররা প্রক্টরসহ আরো কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে বলে তিনি জানান।

শেখ ফরিদ আহমেদ, ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাংক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা

শেখ ফরিদ আহমেদ অধিকারকে বলেন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ছাত্ররা ৫০০০টাকা উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই আন্দোলন করেছে বলে তিনি শুনেছেন, কিন্তু ব্যাংক অবরোধ করা হয়নি। ভর্তি হতে আসা ছাত্ররা তাদের ভর্তি ফি জমা দিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকে আসার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্ররা তালা দিয়েছিলেন বলে তিনি শুনেছেন।

মোঃ সালাউদ্দিন খান, অফিসার ইনচার্জ, কোতয়ালী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

মোঃ সালাউদ্দিন খান অধিকারকে বলেন, ৩ জানুয়ারী ২০১২ প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে মিছিল করেছিল সেখানে কোন পুলিশ সদস্য ছিল না। তাই পুলিশ মিছিলে বাধা দেয় বলে প্রগতিশীল ছাত্র জোট যে অভিযোগ করেছে তা ঠিক নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ছাত্রদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ লিখিত ভাবে তাঁর কাছে দিয়েছেন। তিনি তা গ্রহণ করেছেন কিন্তু এজাহারভূক্ত করেননি।

কর্তব্যরত চিকিৎসক, জরুরী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

আহত তিন ছাত্রকে জরুরী বিভাগে চিকিৎসা দেয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে একই বিভাগে কর্তব্যরত নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেখে অধিকারকে জানান, ঐ তিন ছাত্রের মধ্যে এক জনকে ডান হাঁটুর সংযোগ স্থলে আঘাত ও আর একজনকে ডান বাহুর সংযোগ স্থলে আঘাতসহ সারা শরীরে ব্যাথার চিকিৎসা দেয়া হয়।

ফলোআপঃ

৫ মার্চ ২০১২ তারিখে অধিকার এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বৈঠকের মাধ্য দিয়ে ১৫ জানুয়ারী ২০১২ তে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ২০১১-১২ সেশনে ৫০০০ টাকা উন্নয়ন ফি এর মধ্যে ২০০০ টাকা বাতিল করা হলো । পরবর্তীতে বাকি ৩০০০ টাকা ক্রমান্বয়ে কমানো হবে বলে জানা যায়।

-সমাপ্ত-